ইত্তেফাক

তারিখ ২৯/২/৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

0L 097

আজ রাজধানীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভ শুরু

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বানে দেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণ নগরীতে আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ৭টা হইতে ৭২ ঘণ্টাব্যাপী একটানা মহাবিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করিবেন। প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে পুরাপুরিভাবে সরকারী কর্মচারীর মর্যাদায় সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখার জন্য ২৪শে জানুয়ারীর ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গভাবে আইনে পরিণত করার দাবীতে শিক্ষকগণ এই আন্দোলনে নামিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এই দাবীতে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের ৫৬তম দিবস অতিবাহিত হয় গতকাল (বুধবার)। গতকাল সকাল হইতে মহাবিক্ষোভে অংশগ্রহণেচ্ছু শিক্ষক ও অন্যরা নগরীতে সমবেত হইতে শুরু করিয়াছেন। গতকাল বিকালে তাঁহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে এক সমাবেশে মিলিত হন। বক্তাগণ অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। আগত শিক্ষকদের প্রধান অংশ কলাভবনে আশ্রয় লইয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, আজ সকাল ৭টায়

(৮ম পৃঃ ৩ এর কঃ দ্রঃ)

মহাবিক্ষোভ শুরু

(১ম পৃঃ পর)

বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে মহাবিক্ষোভ কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে। সকাল দশটার মধ্যে তিন লক্ষ মানুষ মহাবিক্ষোভে অংশগ্রহণ করিবে বলিয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক মফস্বল হইতে আসিয়া নগরীতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, মহাবিক্ষোভে যোগদানেচ্ছু প্রাথমিক শিক্ষকদের ঢাকা আসার পথে বাধা দিলে ও উহার জন্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটিলে সরকারকে সেই দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহারা বলেন যে, ওয়াসা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আবেদন অনুযায়ী মহাবিক্ষোভকালে খাবার পানি সরবরাহ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। সমিতি নেতৃদ্বয় কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের নিন্দা করিয়া নগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন।

পাবনা হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা টেলিফোনে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে চরমপত্র পাওয়া সত্ত্বেও পাবনা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ গতকাল (বুধবার) তাঁহাদের কাজে যোগদান করেন নাই। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহূত মহাবিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য এই জেলার ৩ হাজার শিক্ষক গতকাল (বুধবার) ঢাকা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

সমর্থন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক গতকাল (বুধবার) এক বিবৃতিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানাইয়া অবিলম্বে তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মানিয়া নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ইউনাইটেড পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মোস্তফা জামাল হায়দার এক যুক্ত বিবৃতিতে ধর্মঘটী প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনদানের মাধ্যমে উহাকে সফল করিয়া তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ লেবার পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল মতিন এক বিবৃতিতে মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানাইয়া অন্য যে সকল সংগঠন বিজ্ঞপ্তি দিয়াছে উহার মধ্যে রহিয়াছে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ (মিজান), মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ (সিদ্দিকী-রেজা), বাংলাদেশ নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারী ঐক্যফ্রন্ট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (মাহফুজ), জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (মান্নান), বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ভুট্টো-বাবুল) বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ (জালাল-আজিজ)।

বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ '৮১-কে অভিনন্দন জানাইয়া সমিতি কোন প্রেসবিজ্ঞপ্তি পাঠায় নাই। যিনি পাঠাইয়াছেন সেই শহীদুর রহমানকে সমিতি হইতে শিক্ষক স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

ঢাকা পৌর কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক এক বিবৃতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ '৮১-কে অভিনন্দন জানান এবং শিক্ষকদের প্রতি কাজে যোগদানের আবেদন জানান।

গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন ও হলসমূহে মফস্বল হইতে আগত ২৫/৩০ হাজার শিক্ষককে আশ্রয় লইতে দেখা যায়। কমলাপুর রেল ষ্টেশনে রাত্রি সোয়া ১২টা পর্যন্ত নগরীর বাহিরের এলাকা হইতে আসা শিক্ষক ও অন্যরা সমবেত হন। সেখান হইতে তিনটি বাসে করিয়া পর্যায়ক্রমে তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নেওয়া হয়।

জাসদ সাধারণ সম্পাদক জনাব আ, স, ম আবদুর রব ও ইউপিপি চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ গভীর রাত্রে কলাভবনে শিক্ষকদের সমাবেশস্থল পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাদের আন্দোলনের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করিতে দেখা যায়।